পাঠক ফোরাম

হরতালের রাজনীতি

গত ৫ জুন হরতালের আগের রাতে ৯টি তাজা প্রাণ ঝলসে গেল বাসের আগুনে। কি দোষ ছিল ওদের? বিরোধীদলের দাবি, সরকার পক্ষই করেছে এ অপকান্ড। যদি বুঝতেই পারেন হরতালের ষড়যন্ত্রে এরকম বহু কান্ড ঘটতে পারে, যাতে আপনাদের জনপ্রিয়তাও নষ্ট হতে পারে, তবে বুঝেও কেন এই হরতাল করেই যাচ্ছেন?

আপনারা রাজনীতি করেন। দেশের মঙ্গলই আপনাদের প্রধান কাজ বা চাওয়া উচিত। কিন্তু বারবার হরতাল ডেকে আপনারা দেশের মঙ্গল না ক্ষমতা চান- তা সব মানুষই বুঝতে পারে। আসুন, হরতাল করে নয়, হরতাল নিয়েই রাজনীতি শুরু করুন। আপনারা বিরোধী দলে থেকেই সংসদে আইন করার চাপ দেন, যেন সরকার পরিবর্তনের ইস্যু নিয়ে কেউ হরতাল করতে না পারে। সরকারের মেয়াদ ৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে না। অর্থাৎ ২০০৬-১১, ২০১৬-২১ এই নির্দিষ্ট সময়েই শুধু সরকার পরিবর্তনের নির্বাচন হবে। এ আইনটি পাস করতে পারলে আপনাদের জনপ্রিয়তা এতো বেশি বৃদ্ধি পাবে যে দেখবেন বর্তমান সরকার স্থায়ীভাবে ডোবার আগে কিভাবে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। সত্যিকারভাবে ১০০% লোকই এখন হরতালের বিপক্ষে এবং আপনারা তাদের পক্ষে কাজ করলে তাদের মন জয় করতে পারবেন।

আব্দুল মোমেন চৌধুরী
জয়পাড়া, দোহার, ঢাকা-১৩৩০

বাংলার দানব

অদ্ভুত নাম 'বাংলা ভাই'। আসলে সে বাংলার ভাই নাকি 'বাংলার দানব' এটাই ভাবছি। আসলে সে বাংলার মানুষরূপী একটা দানব। আর সরকার তাকে সহযোগিতা করছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করতে আর ওদিকে ডিসি সাহেব বলছেন বাংলা ভাইয়ের মিছিলকে পুলিশ দ্বারা সহযোগিতা করতে। সন্ত্রাস দমনের নাম করে বাংলা ভাই এখন আওয়ামী লীগ দমন করছে। আর এ জন্যই তার অপকর্ম সরকারের নজরে পড়ছে না। কিন্তু এতে যে সরকারের পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছে। জনগণ যে সরকার তথা জোটকে আর চাচ্ছে না তার প্রমাণ মুন্সিগঞ্জের উপনির্বাচন। সেখানে মাহী বি. চৌধুরী ৪৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে জোট প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়েছেন। সিলেটে ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে হামলা, সিনেমা হলে বোমা হামলা, বাসে আগুন জ্বালিয়ে মানুষ হত্যা, বাংলা ভাইয়ের প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে মহড়া এবং তার তালেবানি কার্যক্রম প্রমাণ করে দিচ্ছে যে বাংলাদেশ তালেবানদের নিরাপদ আশ্রয়। মাওলানা হাবীবুর রহমান বলেছেন লাদেনের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। এই মৌলবাদ এবং তালেবানদের সরকার সহযোগিতা করে বাংলাদেশের জন্য বড় রকমের ঝুঁকি বয়ে নিয়ে আসছে।

মহামানব (!) বাংলা ভাই

অনেক দিন আগে বিটিভিতে একটা সিরিয়াল হতো 'রোবোকপ'। সেটার শুরুতেই বলতো, 'শহরে এক নতুন আগন্তুক এসেছে যার নাম রোবোকপ। তেমনি বলতে ইচ্ছে করছে, 'দেশে এক নতুন মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে যার নাম বাংলা ভাই। তার মধ্যে মহামানবীয় প্রায় সব গুণাগুণ(?) বিদ্যমান রয়েছে। সামান্য বাংলা শিক্ষক থেকে তিনি এখন টক অব দ্য কান্ট্রি 'বাংলা ভাই'। যার জন্য বিরোধী দল হরতাল দেয়। যাকে ধরার নির্দেশ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে দিতে হয়। এখানেই শেষ নয়, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশের পরও তিনি বহাল তবিয়তে আছেন। এ থেকে বোঝা যায়, তার অতি মানবীয় ক্ষমতা। আবার তাকে ধরার নির্দেশপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার একবার তার প্রশংসা করছেন, আরেকবার তার অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণিত হয় বাংলা ভাইয়ের অতি মানবীয় ক্ষমতা আছে! জাতির দুর্দশার সময় একজন মহামানবের আগমনে আমাদের 'খুশি' হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সমস্যা একটাই, আমরা এহেন মহামানবের (!) আগমনে খুশিতে আত্মহারা হতে পারছি না। আমরা হচ্ছি আতঙ্কিত।

সাইফ মাহমুদ (পরাগ), ঢাকা সিটি কলেজ
E-mail : saief14@yahoo.com

বিশ্ববিখ্যাত টোকাই

টোকাই তো বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেল রনবীর হাতে পঁচিশ বছরে। দেশের সব মিডিয়া তো তার জন্ম জয়ন্তী পালন করেছে। গেছে ভয়েজ অব আমেরিকা ও বিবিসি বাংলায়, গেছে রেডিও ভেরিটাসে। এটা আমার নিজের শোনা। সবচে' বড় ঘটনা বিবিসি টেলিভিশনের ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে সংবাদ ভাষ্য হিসেবে গেছে। শুভেচ্ছা টোকাই, শুভেচ্ছা রনবী।

নীরা ইসলাম
ঢাকা

অনভিপ্রেত শব্দ দূষণ বন্ধ করতে হবে

পুরান ঢাকার বাড়িগুলো গা ঘেঁষে তৈরি। ফলে এক বাড়ির যেকোনো ধরনের আওয়াজ অন্যদের ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি করে। গরমকালে অনেকে এয়ারকন্ডিশনার ব্যবহার করে থাকেন। যেগুলো একটু দামী সেগুলোর আওয়াজ পাশের বিল্ডিং থেকে পাওয়া যায় না। কিন্তু পুরনো এবং সস্তা দামের এয়ারকন্ডিশনার-গুলো বিকট শব্দ সৃষ্টি করে। এগুলো ঘরের ভেতরে লাগানো যায় না, বাড়ির বাইরের অংশে লাগাতে হয়। এ ধরনের কন্ডিশনারের আওয়াজ প্রতিবেশীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। ভীষণ শব্দ সৃষ্টিকারী এয়ারকন্ডিশনারগুলো অবিলম্বে বন্ধ করে দেয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে এ নির্দেশ প্রদান করাও প্রয়োজন যে, বাড়ির বাইরের অংশে কোনো এয়ারকন্ডিশনার লাগানো যাবে না। জনস্বার্থে এবং শব্দদূষণ রোধকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বন ও পরিবেশ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
লালবাগ, ঢাকা

বিটিভিকে বলছি

গত ২৯ মে বিটিভির 'সংবাদপত্রের পাতা থেকে' অনুষ্ঠানটি দেখছিলাম। ঐ দিন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কলাম ছিল। কিন্তু হায়! রিপন এবং কাজী সিরাজ সেই আশায় ছাই দিলেন। জিয়ার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ মিনিটের অনুষ্ঠানে ১২ মিনিটই শুধু কাজী সিরাজ কথা বললেন। তাও তার জোশ না কমায় 'কাট' করে ৩ মিনিটে আরো কিছু দলীয় আলোচনা দিয়ে শেষ করলেন। আন্তর্জাতিক ইস্যু বা গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ইস্যু সবই মারা গেল। আমার প্রশ্ন হলো, প্রতি বছর সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে কি এক পক্ষের আবেগের বহিঃপ্রকাশ শুনতে হবে এই জাতীয় মাধ্যমে? গত নির্বাচনে আমি বিএনপিকে ভোট দিয়েছিলাম কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমার স্বাধীনতা, ইচ্ছাও বলি দিয়েছি। জাতীয় মাধ্যম বিটিভিতে মুজিব, জিয়া, এরশাদ, নিজামী সবার কথাই আসবে কিন্তু বাপদাদার সম্পত্তি হলে কথা অন্য রকম হতে পারত। তাই আমি একজন নাগরিক হিসেবে বিটিভিকে বলবো, জাতীয় মাধ্যম দেশের সকল মতের মানুষের কথা চিন্তা করে অনুষ্ঠান করবে, দলের নয়, ব্যক্তির নয়।

দাউদ

কম্পিউটার পৌঁছে যাক পল্লীতেও

তথ্যপ্রযুক্তির যুগে বাস করলেও আমাদের দেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে তেমন

সংশোধনী

el 7, msL¨v 6-G Ô†K Avm‡j evsjv fvBÔ I ÔDbqb gv‡b miKwi Znwej bqÔ- GB `B wk‡ivbv‡gi wPwV `ÔwUi †jL‡Ki wVKvbv fjekZ Qvcv nqwb| wPwV `ÔwUi †jLK h_vµ‡g †gv¯wdRi ingvb (XvKv), LvBi"j Avjg (PqvWv½v)|- বি. স.

সমৃদ্ধি লাভ করতে পারেনি। এর কারণ হলো, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ পল্লী গ্রামে বাস করলেও গ্লোবালাইজেশন প্রক্রিয়াটা শহরাঞ্চলেই ব্যাপক বিস্তৃত। ফলে কম্পিউটারের অবিস্মরণীয় রহস্য শহরাঞ্চলের স্বল্পসংখ্যক জনসাধারণ জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। গ্রাম বা পারাগাঁয়ের জনসাধারণ তো দূরের কথা, স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীও কম্পিউটারের ব্যবহার জানে না। কারণ শহরাঞ্চলেই এর ব্যাপক প্রসারের বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলেও গ্রামের অধিবাসীর তেমন সুযোগ পায় না। ফলে আমাদের দেশের জনসংখ্যার সবচেয়ে বৃহৎ অংশটিই বাদ পড়ছে কম্পিউটার শিক্ষা থেকে।
তথ্যপ্রযুক্তিতে দেশকে সমৃদ্ধ করতে হলে গ্রামঅঞ্চলেও কম্পিউটার পৌঁছে দিতে হবে। পাড়াগাঁয়ের স্কুলগুলোতেও কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তবেই দেশ প্রকৃত পক্ষে তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধি লাভে সক্ষম হবে। কম্পিউটার পল্লীর ছেলেগুলোর প্রতিভা বিকাশে যুগান্তকারী ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। ইতিমধ্যে এটা পল্লীর সচেতন অধিবাসীদের দাবিতে পরিণত হয়েছে। তারাও কম্পিউটার জ্ঞানে বিকশিত হয়ে বিশ্বায়নে ভূমিকা পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে চায়।

মোঃ রেজাউল করিম
পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা

বইখেলাপিদের প্রতি

আলোকিত মানুষের কেন্দ্র বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লাইব্রেরির রয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার সদস্য পাঠক। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি নিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আজ পাঠকের দোরগোড়ায়। আলোকিত মানুষ গড়তে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কি নিরন্তর প্রচেষ্টা। অথচ আজ আমরা পাঠকরা বিশ্বসাহিত্য সমৃদ্ধ লাইব্রেরিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছি নিরন্তর। লাইব্রেরির স্টাফরা জানালেন, যে পরিমাণ বই বিভিন্ন পাঠকদের হাতে রয়েছে, যা পাঠকরা নিয়ে ফেরত দেননি বা দিচ্ছেন না, তা দিয়ে আরো একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি গড়ে তোলা যাবে। লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ বারবার বই ফেরত দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেও এতে বইখেলাপি পাঠকরা সাড়া দিচ্ছেন না। কি দুঃখজনক ব্যাপার! পরিশেষে বইখেলাপিদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, দয়া করে কেন্দ্রের লাইব্রেরির বইগুলো ফেরত দিন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বেঁচে থাকুক যুগে যুগে অগণিত পাঠকের অন্তরে, আলোকিত মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে।

রতন কুমার প্রসাদ, কেন্দ্রের পাঠক সদস্য, গ্রিন রোড, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

বিদ্যুৎ চোর সিন্ডিকেট

ঢাকার অদূরে সানার পাড়ে আমাদের দুটো বাড়ি আছে। আমরা থাকি ধানমন্ডিতে, ঐ বাড়ি দুটি ভাড়া দেয়া। মাস শেষে ভাড়া আনতে গিয়ে বিদ্যুৎ চুরির যে হিড়িক আমরা গত কয়েক বছর থেকে দেখে আসছি তা সত্যিই ভয়াবহ। ঐ এলাকার হাজার হাজার বাড়ির মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক বাড়ি ছাড়া, অন্য বাড়িগুলোতে বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসের অসৎ কর্মচারীরা হাজার হাজার বাড়িতে অবৈধ মিটার বসিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে। মিটার রিডাররা মাস শেষে এসে অবৈধ মিটার দেখে বিল নিয়ে যায়। এই টাকা সরকারের খাতে জমা হচ্ছে না, নিজেরা ভাগবাটোয়ারা করে নিচ্ছে। কেউ টাকা দিতে না চাইলে সংযোগ কেটে দেয়। বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে ৫/১০ হাজার টাকা দিলে আবার সংযোগ দেয়া হয়। ঐ এলাকার প্রায় অর্ধেক বাড়িতে গ্যাস সংযোগ নেই। যাদের গ্যাস সংযোগ নেই তারা বৈদ্যুতিক হিটারে রান্না করে। এভাবে মাসে লাখ লাখ টাকার বিদ্যুৎ চুরি করছে স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি সিন্ডিকেট। লোডশেডিংয়ের কারণে নগরবাসীর জীবন যেখানে অতিষ্ঠ, কলকারখানার চাকা যেখানে হঠাৎই থেমে যাচ্ছে বিদ্যুতের অভাবে, সেখানে বছরের পর বছর প্রশাসনের নাকের ডগায় এরা কিভাবে এই পুকুর চুরি হজম করছে জানি না।

ইন্সিতা তাবাস্‌সুম, ধানমন্ডি, ঢাকা

ড্রিমস্ কাম ট্রু...

আমরা আনন্দিত। বাংলাদেশ কতটা ভালো খেলেছে, কতটা খারাপ- সেটা বড় কথা নয়। নিজেদের নিংড়ে দিয়ে বাংলাদেশ সেন্ট লুসিয়া টেস্ট বৃষ্টির সাহায্য ছাড়াই সত্যিকার ড্র করেছে। বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে এটিও একটি মাইলফলক, ড্রিমস্ কাম ট্রু'র মতো একটি বিরাট ব্যাপার। ২০০০ সালের অভিষেক টেস্ট থেকে যাত্রা শুরু করে সেন্ট লুসিয়া টেস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ ২৯টি টেস্ট খেলে মোট ৫টি সেঞ্চুরি করেছে। তার মধ্যে সেন্ট লুসিয়ায় ৩টি সেঞ্চুরি। এটা আমাদের টেস্ট ইতিহাসের গৌরব। এমন উজ্জীবিত ও উদ্ভাসিত নৈপুণ্য ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। ক্রিকেট ভাষ্যকার মি. বেকা'র মতো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লড়াই করার মতো শক্তি বাংলাদেশ এরই মধ্যে সঞ্চয় করে নিয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক ক্রিকেটের বরপুত্র লারা বলেন, বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ইমপ্রুভ করেছে তা জানতাম কিন্তু তারা যে এত ভালো খেলতে পারে তা জানা ছিল না। তারা দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে লড়াই করতে হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, এটা আমাদের জন্য কত বড় পাওয়া। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের এই সাফল্যে আমরা উদ্বেলিত। বাংলাদেশের ক্রিকেটে হালফিল পারফরমেন্সের যা উন্নতি ঘটেছে, তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে বাংলাদেশ যে কোনো সময় চমক দেবে- আমাদের সবারই প্রত্যাশা।

ইফ্‌ফাত রওশান ইরা
সৈয়দপুর-৫৩১০০, নীলফামারী

রিটন দেশে মায়ের কাছে আসুন

সদ্য মাকে হারিয়েছি আমি। মায়ের অভাব, মায়ের শূন্যতা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করছি। মাকে ছেড়ে থাকার, মাকে হারাবার কষ্ট বলে বোঝাবার নয়। 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এ লুৎফর রহমান রিটনের মাকে নিয়ে লেখাটি পড়ে কেঁদেছি। সন্তানকে দেখার আকাঙ্ক্ষা যে কি তাও আমার মাকে দেখে জেনেছি। মায়ের জন্য সন্তানের আকুলতা কি তা আমি জানি। শুনেছি রিটনের স্বদেশে আসার ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। জানি না তার মতো নিরীহ গল্পকার, ছড়াকার কি এমন মহাঅপরাধ করেছেন যে নিজ দেশে থাকা যাবে না! আমি মনে করি, মায়ের কাছে সন্তান আসায় কোনো নিষেধের শৃঙ্খল থাকা উচিত না। রিটন, আপনি দেশে ফিরে আসুন, মায়ের কাছে ফিরে আসুন।

শবনম
গেন্ডারিয়া, ঢাকা

ধিক হরতাল, ধিক হরতালকারীদের!

হরতাল একটি জাতির জন্য অভিশাপ, কলঙ্ক এবং ঘৃণার। হরতাল একটি জাতীয় উন্নয়ন যাত্রাকে গলাটিপে হত্যা করে! হরতাল জাতির মেরুদন্ডকে বাঁকা করে দেয়। তবু কেন হরতালের রাজনীতি ত্যাগ করছি না বা করা হচ্ছে না? হরতাল দেশের ও সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করলেও সত্যিকার অর্থে তা নয়। হরতাল মূলত হাতে গোনা কিছু ব্যক্তি, নেতা-নেত্রীর স্বার্থে এবং ক্ষমতার লালসায় ব্যবহার করা হয়।
বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন নজির আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি যে, হরতাল দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমেছে। কোনো দিন শুনিনি হরতাল দিয়ে কোনো নিম্ন আয়ের সাধারণ মানুষের আয় বাড়াতে পেরেছে।
হরতালের প্রভাবে দেশের বেকার সমস্যা বাড়ছে। কর্মসংস্থানের সংকট ও বৈদেশিক আয় বা বিনিয়োগ কমে গেছে। অথচ এতো ক্ষতি, অবনতি আর প্রাণহানী হরতালের কারণে ঘটলেও একতরফা আমি, আপনি, আমরা কেন ওই অভিশপ্ত ও ঘৃণিত হরতাল ডাকি? কেন হরতাল সমর্থন করি? নিরীহ ও সাধারণ জনগণ জানে না। জানেন তারা, যাদের হাতে আমি এবং আপনি তুলে দেই আমাদের এই সোনার বাংলাদেশকে। তাদের দায়িত্ব এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশটিকে সাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা। দেশের মানুষের জন্য দুবেলা দুমুঠো ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করা এবং বেকারত্ব দূর করে সুস্থ, সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সম্মান বাড়ানো!
কিন্তু দুঃখ ও ঘৃণা হয় তখন, যখন দেখা যায় ওই সব ব্যক্তি দায়িত্বকে লালসায় নিয়ে দাঁড় করায় এবং নিজ স্বার্থকে বাস্তবায়ন করার জন্য কোটি কোটি জনতার বিশ্বাসকে কলুষিত করে। নিজেদের অবস্থা দাঁড় করতে ওই জঘন্য হরতাল ব্যবহার করে দেশকে ধ্বংসের দুয়ারে নিয়ে যাচ্ছে।
হরতাল দেশ ধ্বংস করার প্রধান কৌশল। হরতাল দেশের সবকিছুকে পঙ্গু ও অচল করে দেয়।
হরতাল মানুষ দুবেলা খাবার দিতে পারে না বরং ছিনিয়ে নেয়, হরতাল হাজারো জনতার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিচ্ছে। দেশের বর্তমান করুণদশা কোনো দিন কি দূর হবে না? হরতালের মতো নোংরা রাজনীতি কি কোনো দিন বন্ধ হবে না? কে করবে হরতালমুক্ত বাংলাকে শান্ত ও সুন্দর? কে করবে সম্মান জনগণের বিশ্বাসকে?

রহমান শেখ, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১৭